...(৫) ... সুতরাং আর্থিক দিক থেকে এটি ছিল একটি দুর্বল এলাকা।

■ **আরবদের সিন্ধু জয়ের ফলাফল :** সিন্ধুদেশে আরব অধিকার তিনশো বছর স্থায়ী হলেও রাজনৈতিক দিক থেকে এই ঘটনার কোনও সুদূরপ্রসারী ফলাফল ছিল না। ইংরেজ ঐতিহাসিক ***স্ট্যানলি লেনপুল*** (Lane-poole)-এর মতে, আরবদের সিন্ধুজয় ভারত ও ইসলামের ইতিহাসে ফলাফলহীন একটি ঘটনামাত্র।[১] কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক ***স্যার উলস্‌লি হেইগ*** (W. Haig) বলেন যে, সিন্ধুতে আরবদের অধিষ্ঠান ছিল একটি সামান্য উপাখ্যান, এবং একটি বিরাট দেশের অতি ক্ষুদ্রতম অংশে তাদের স্বল্পস্থায়ী কর্মকাণ্ড সীমিত ছিল।[২] ***ডঃ শ্রীবাস্তব*** বলেন যে, রাজনৈতিক বিচারে ইসলাম ও ভারতের দিক থেকে আরবদের সিন্ধুজয় একটি গুরুত্বহীন ঘটনা।[৩] ***হাবিবউল্লাহ*** (Dr. A. B. M. Habibullah)-র মতে, ভারতে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আরবরা অগ্রসর হয় নি। বিশাল এই ভারতীয় মহাদেশের এক প্রান্তকে তাদের আক্রমণ নাড়া দিতে পেরেছিল মাত্র এবং তাও মিলিয়ে গিয়েছিল স্বল্পকালের মধ্যেই।

ভারতে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাসে সিন্ধুজয় প্রথম পদক্ষেপ হলেও ভারতের ইতিহাসে এই ঘটনা কোনও স্থায়ী রেখাপাত করে নি।

রাজনৈতিক

আরব আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি এবং তা একমাত্র সিন্ধুতেই সীমাবদ্ধ ছিল—সিন্ধুদেশকে কেন্দ্র করে কখনোই তা ভারতের অন্তর্দেশে বিস্তৃত হতে পারে নি।

ভারতের বৃহত্তর জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলিম শক্তিকে কেবলমাত্র সিন্ধুদেশেই তিনশো বছর আবদ্ধ থাকতে হয়। সিন্ধুদেশে কিছু মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, শাসনপদ্ধতি বা সামাজিক রীতিনীতির উপর আরব শাসনের কোনও প্রভাব পড়ে নি।

সিন্ধু জয়ের বহু পূর্ব থেকেই আরবদের সঙ্গে ভারতের পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সিন্ধু-বিজয়ের পর তা আরও ঘনিষ্ঠ ও সুদৃঢ় হয়। সিন্ধুদেশকে ভিত্তি করে সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আরব বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরে আরব বাণিজ্যপোতগুলির যাতায়াত বৃদ্ধি পায়। সিন্ধুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাণিজ্য উপকরণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চালান করে আরব বণিকরা মুনাফা অর্জন করতে থাকে। সিন্ধুর বণিকরা আরব দেশের প্রায় প্রতিটি শহরে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে।

বাণিজ্যিক

রাজনৈতিক দিক থেকে নিষ্ফলা হলেও আরব আক্রমণের পরোক্ষ ফল ছিল সুদূরপ্রসারী—বিশেষত সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই ফল ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। ডঃ শ্রীবাস্তব বলেন যে, আরবদের সিন্ধু জয়ের ফলে ভারতের মাটিতে ইসলামের ভিত রচিত হয় এবং এর উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী আক্রমণকারীরা ভারতে এই ধর্মমতের বিকাশ ঘটায়।[১] আরবরা ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা যথেষ্টভাবে প্রভাবিত হয়। সিন্ধু অঞ্চলে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে আরবরা ভারতীয় দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, ভেষজ, রসায়ন, সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে। খলিফা মনসুর-এর আমলে ভারত থেকে বেশ কিছু হিন্দু পণ্ডিত, সংগীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী ও রাজমিস্ত্রী আরবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। খলিফা মনসুরের পৃষ্ঠপোষকতায় **ব্রহ্মগুপ্ত** রচিত *'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত'* ও *'খণ্ড-খাদ্যক'* নামে জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত দুটি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবীয় ভাষায় অনূদিত হয়। আমির খসরুর রচনা থেকে জানা যায় যে, আরব জ্যোতির্বিদ আবু মাশার বারাণসীতে দশ বছর ধরে জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। খলিফা হারুন-অল-রশিদ-এর আমলে (৭৮৬-৮০৮ খ্রিঃ) এই যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হয়। আরবীয় পণ্ডিতদের রচনায় **মনাকা, বিজয়কর, সিন্দবাদ** প্রমুখ ভারতীয় পণ্ডিতের উল্লেখ আছে। বাগদাদের চিকিৎসালয় ও হাসপাতালগুলিতে বহু ভারতীয় চিকিৎসক নিযুক্ত ছিলেন। এইসব পণ্ডিত ও চিকিৎসকদের পদপ্রান্তে বসে আরবীয় শিক্ষার্থীরা জ্ঞানচর্চা করতেন। আরবের মাধ্যমে এই জ্ঞানভাণ্ডার ইউরোপে সম্প্রসারিত হয়।[২] *ডঃ শ্রীবাস্তব* বলেন যে, অষ্টম ও নবম শতকের ইউরোপীয় জ্ঞানদীপ্তির পশ্চাতে ভারতের সঙ্গে আরবদের যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

সাংস্কৃতিক

ছিল।[1] ***অধ্যাপক হ্যাভেল*** (Prof. Havell)-এর মতে, গ্রিস নয়—ইসলামের আদি পর্বে ভারতই ছিল ইসলামের শিক্ষক। তিনি বলেন যে, ভারতের সঙ্গে সংযোগের ফলে আরবীয় ও ইউরোপীয় সভ্যতা যথেষ্ট পুষ্ট হয়েছিল।[2] ***ডঃ সতীশ চন্দ্র*** (Dr. Satish Chandra) বলেন যে, আরবীয় পণ্ডিতরা বাগদাদে বসে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার যে সুযোগ পেয়েছিলেন, ভারতীয় পণ্ডিতরা কিন্তু তা পান নি। তাই ভারতে আরবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবেশ ঘটে নি। ভারতে আরবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবেশ ঘটলে দুই সভ্যতার সমন্বয়ে ভারত ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হত।